তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০১

**ডিজিটাল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার প্রধানতম হাতিয়ার হচ্ছে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন**

 **--** **ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করাই হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ   মোকাবিলা করার প্রধানতম হাতিয়ার। ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রবর্তিত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে  শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য। প্রাথমিক স্তর থেকেই আমরা শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অভিযাত্রা শুরু করেছি। মন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিশন বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাসহ সংশ্নিষ্ট সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ কক্সবাজারে উদ্যোক্তা ফোরাম আয়োজিত জাতীয় উদ্যোক্তা সম্মেলনে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

  মন্ত্রী  একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য ডিজিটাল দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন মানে  প্রোগ্রামার বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার হবে না। ডিজিটাল ডিভাইস পরিচালনাসহ রোবটিক্স, এআই, ব্লকচেইন, আইওটি ও বিগডাটাসহ আগামীদিনের ডিজিটাল প্রযুক্তি পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করাই জীবনকে বদলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। এর মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। ইতোমধ্যেই আমাদের দেশে সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে অনেক উদ্যোক্তা গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে নারীরা মোবাইল ব্যবহারে যেমন পুরুষের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে তেমনি তারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দক্ষতার সাক্ষর রাখছেন। এমনকি তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করে আউট সোর্সিং কাজের মাধ্যমে  ঘরে বসে ডলার উপার্জন করছেন।

মোস্তাফা জব্বার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও বাংলাদেশকে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে অংশ গ্রহণের অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন। আইটিইউ, ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন, ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন,  প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ, কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন গঠনসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করে তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বপন করা বীজটি চারা গাছে রূপান্তর করেন।  তিনি বলেন, ইন্টারনেট এখন জাতীয় জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো প্রয়োজনীয় একটি দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ এলাকা ফোরজি নেটওয়ার্ক পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ফাইভ-জি প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে তা চালুর প্রক্রিয়া চলছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উদ্যোক্তা সম্মেলন ফলপ্রসূ অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

শেফায়েত/এনায়েত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ২০০

**ভর্তুকি সমন্বয় ও গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণিতে গ্যাসের ট্যারিফ সমন্বয় নিয়ে**

**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

বর্তমান বৈশ্বিক বিশেষ জ্বালানি পরিস্থিতিতে ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী সকল প্রকার জ্বালানির মূল্যে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। এছাড়া, জ্বালানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়, যেমনঃ বিমা খরচ, ঝুঁকি ব্যয়, ব্যাংক সুদ, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকা দুর্বল হওয়ায় সামগ্রিকভাবে জ্বালানি খাতে ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববাজারে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)এর আমদানি মূল্যও অস্বাভাবিক পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় এ খাতে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি বাবদ প্রদান করতে হচ্ছিল। সে কারণে জুলাই ২০২২ থেকে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানি বন্ধ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান উৎপাদন/সরবরাহ সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ও শিল্পসহ সকল খাতে গ্যাস রেশনিং করা হচ্ছে।

চলমান কৃষি সেচ মৌসুম, আসন্ন রমজান ও গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা মেটানো, শিল্প খাতে উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং রপ্তানিমুখী বিভিন্ন কলকারখানার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে করনীয় সম্পর্কে সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করা হয়। যেহেতু স্পট মার্কেট হতে উচ্চমূল্যে এলএনজি আমদানিপূর্বক উক্ত বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে হবে, সে কারণে সরকার বিদ্যুৎ, শিল্প, ক্যাপটিভ বিদ্যুতে ও বাণিজ্যিক খাতে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সার্বিক বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য ১৪ টাকা/ঘনমিটার, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ও শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য ৩০ টাকা/ঘনমিটার এবং বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য ৩০.৫০ টাকা/ঘনমিটার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, অন্যান্য ভোক্তা শ্রেণি যথা: গৃহস্থালি, সিএনজি, চা-শিল্প (চা-বাগান) ও সার উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আবাসিকে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি। গ্যাসের সমন্বিত নতুন মূল্যহার বিল ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে কার্যকর হবে।

#

আসলাম/এনায়েত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২০৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৯৯

**খুলনায় ২শ’ ৭২ শ্রমিককে ১ দশমিক ৪ কোটি টাকা সহায়তার চেক দিলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে খুলনা জেলার  তিনটি উপজেলার ও তিনটি থানার ২শ’ ৭২ শ্রমিককে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আজ  খুলনা মহানগরীর খালিশপুরে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এসকল শ্রমিক ও তাদের সন্তান-পরিজনদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সালের আগেই  শিশুশ্রম মুক্ত নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করবে সরকার। কোনো শ্রমিক অসহায় থাকবে না। আর আগামী ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ হবে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ। তিনি বলেন, আমি আজ ৫০ বছর শ্রমিকদের পাশে আছি। জীবনের বাকি দিনগুলো এদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করে যাবো।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, খুলনার পাটকলগুলো শীঘ্রই উৎপাদনে যাবে। খুলনা একটি শ্রমঘন অঞ্চল, লাখো শ্রমিকের বসবাস। এজন্য তিনি বলেন, শ্রমিক ভাইয়েরা অসুস্থ হলে অসহায় বোধ করবেন না। আপনাদের পাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শ্রমবান্ধব সরকার আছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে শ্রমিকদের আরো বেশি বেশি সহায়তা প্রদান করা হবে বলে তিনি শ্রমিকদের আশ্বাস দেন।

খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে  জেলা প্রশাসক খন্দকার ইয়াসির আরেফীন এবং মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে খুলনার দৌলতপুর, খালিশপুর, খানজাহান আলী থানা, দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া এবং ফুলতলা উপজেলার ২শ’ ৬৫ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এক কোটি ৩৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, দু’জন মৃত শ্রমিকের দাফনের খরচের জন্য ৫০ হাজার এবং শ্রমিকের ৫ জন মেধাবী সন্তানের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষা সহায়তা হিসেবে দুই লাখ ২০ হাজার টাকা সহায়তার চেক প্রদান করা হয়।

#

আকতারুল/পাশা/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/২০০৫ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৯৮

**হিজড়াদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে**

 **- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, হিজড়ারা আমাদেরই স্বজন। হিজড়া হয়ে জন্মগ্রহণ করাতে তাদের নিজেদের কোনো দোষ নেই। প্রকৃতির কারণেই তাদের এ কষ্ট। তারা পরিবার ও সমাজের নিকট থেকে বঞ্চনার শিকার। তাদের ক্রন্দন, ভালোবাসা আমাদের সেভাবে স্পর্শ করে না। বন্ধু’র মতো সংগঠনগুলো তাদের আশ্রয়স্থল। সুখে-দুঃখে তাদের আশা-ভরসার জায়গা। এসব মানবিক সংগঠনগুলো তাদের মাতৃস্নেহে, ভাইয়ের আদরে, বোনের ভালোবাসা দিয়ে কাছে রাখছে। এর মাধ্যমে হিজড়াদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে তারা কাজ করে যাচ্ছে। হিজড়াদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে ‘বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' আয়োজিত  তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ জানুয়ারি, ২০২৩) আঞ্চলিক আর্ট ও চলচ্চিত্র উৎসব ‘Reincarnate III 2023’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিজড়াদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচক ও পারফর্মার হিসেবে তাদের জন্য ৫-১০ মিনিটের স্লট রাখা যেতে পারে। হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘হিজড়াদের নিয়ে প্রতি মাসে অনুষ্ঠান আয়োজন করুন। এতে আমি উপস্থিত থাকবো’। প্রতিমন্ত্রী এ সময় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি আনিসুল ইসলাম হিরোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক ও ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রধান হাবিবুর রহমান বিপিএম (বার), পিপিএম এবং ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অভ্‌ মিশন Helen LaFave ও ইউএনএইডস’র কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. সায়মা খান।

প্রতিমন্ত্রী পরে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

ফয়সল/পাশা/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯৭

**বাংলাদেশে মানবাধিকারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে গেছেন ডোনাল্ড লু**

 **--আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

বাংলাদেশে মানবাধিকারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে বাংলাদেশ সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু স্বীকার করে গেছেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এ কথা জানিয়েছেন।

আজ সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনা মো. হাশিমের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এখন কোন দিকে যাচ্ছে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, আমাকে ডোনাল্ড লু বলেছেন যে, মানবাধিকারের দিক থেকে বাংলাদেশে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এছাড়া হিউম্যান রাইটস ওয়াচও বাংলাদেশের মানবাধিকারের উন্নতি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে লিখেছে, মন্ত্রী জানান। আইনমন্ত্রী বলেন,
‘লু বলেছেন, আমরা র‌্যাবের বিরুদ্ধে আরো নিষেধাজ্ঞা হয়তো দিতাম। কিন্তু আমরা দেখেছি, র‌্যাব অনেক ভালো কাজ করেছে। আমরা বুঝি র‌্যাবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। এই যে মানবাধিকারের বিশাল উন্নতি, এই কারণে বাংলাদেশকে আর নিষেধাজ্ঞা দিইনি।’

এ সময় র‌্যাবের বিরুদ্ধে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কবে তোলা হবে, তা বলেছেন কি না- জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, আমি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলিনি। তার কারণ হচ্ছে, র‌্যাবের নিষেধাজ্ঞা তোলার ক্ষেত্রে একটি আইনি পদ্ধতি আছে। আমরা সেই পদ্ধতি অনুসারে এগোচ্ছি।

ডোনাল্ড লু র‌্যাব সংস্কারের সুপারিশ করেছেন কি না- এ বিষয়ে আনিসুল হক বলেন, দেখুন, সংস্কারের সুপারিশ আসুক আর না আসুক; র‌্যাবের কোনো সদস্য অন্যায়, অপরাধ বা ভুল করলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটি আস্তে আস্তে হয়ে থাকে।

#

রেজাউল/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/২০১১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬

**সরকার অসহায় মানুষের পাশে আছে**

 **--- সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

নেত্রকোনা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, সরকার অসহায় মানুষের পাশে আছে। বন্যা, শৈত্যপ্রবাহসহ যে কোনো দুর্যোগে সরকার দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা নেওয়ায় মানুষের দুর্ভোগ কমেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। জনসেবাই এ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। যে কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বেড়েছে। একটি মানুষও যেন শীতে কষ্ট না পায় সে জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এদেশের মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। শীত কিংবা বর্ষা যে কোনো ঋতুতে সৃষ্ট সমস্যা লাঘবে সরকার সবসময় জনগণের পাশে রয়েছে।

 পরে প্রতিমন্ত্রী নেত্রকোনা সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ৫ হাজার কম্বল হস্তান্তর করেন।

 অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শামসুল ইসলাম লিটন ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট অসিত কুমার সজলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাকির/পাশা/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৯৫

**প্রাণিসম্পদ খাত দেশের উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে --মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজউল করিম বলেছেন, বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। দেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। একটা সময় কোরবানির জন্য ভারত-মিয়ানমারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। এখন আমাদের প্রাণিসম্পদের উৎপাদন এত বেড়েছে যে আমরা বিদেশে রপ্তানি করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জার্নালিস্ট ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, যারা প্রাণিসম্পদের খামার করছেন তারা নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করছেন। ফলে এখাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদার বড় অংশ পূরণ হয় দুধ, ডিম ও মাংস থেকে। পাশাপাশি এ খাত গ্রামীণ অর্থনীতি সচল করছে। প্রাণিসম্পদ খাত থেকে উৎপাদিত সামগ্রী দেশের উন্নয়নে যেমন ভূমিকা রাখছে, তেমনি মানুষের কল্যাণে, খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বড় ভূমিকা রাখছে।

শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, গণমাধ্যমের সহযোগিতা প্রাণিসম্পদ খাত সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ করে দিচ্ছে। তবে কখনও কখনও স্বার্থান্বেষী মহল ভুলতথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশে সক্ষম হয়। এতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা সেখানে যারা ভালো কাজ করেন তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মন্ত্রী বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহের যুগে এ খাতের উন্নয়নে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে চাই।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে ও পরিপ্রেক্ষিতের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ বোরহান কবীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, গ্লোবাল টেলিভিশনের সিইও সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক ড. গোলাম রব্বানী। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং ফেলো সাংবাদিকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার মোট ২০ জন সাংবাদিককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সেরা ৩ জন, অনলাইন মিডিয়ার সেরা ৩ জন এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সেরা ৫ জন ফেলো সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়।

#

ইফতেখার/পাশা/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২২/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৩

**সরকার দেশে টেকসই গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে**

 **--- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, বর্তমান সরকার সারা দেশে পরিকল্পিত, গণমুখী ও বাসযোগ্য টেকসই গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সুষম উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাস করে। এ নীতিতে সারা দেশে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরিশালের আগৈলঝাড়াস্থ সেরালে গৌরনদী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ দর্শনকে ধারণ করে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়ন এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকারের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে হবে। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সমন্বিত ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনসেবা সুনিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। তিনি এ সময় বরিশালের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/পাশা/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ মাঘ (১৮ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৩ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৪৫৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯০ হাজার ১৬৬ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৭১৭ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 192

**President’s message on 32nd Asia-Pacific Regional**

**Scout Jamboree and 11th National Scout Jamboree**

Dhaka, 18 January :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the ‘32nd Asia Pacific Regional and 11th National Scout Jamboree**’**:

I welcome the initiative of Bangladesh Scouts in organizing the ‘32nd Asia Pacific Regional and 11th National Scout Jamboree**’** during 19-27 January 2023 at the National Scout Training Center, Mouchak, Gazipur. I extend my greetings to the participants, IST members, administrative and local leaders, officials of the Asia Pacific region and stakeholders of Bangladesh Scouts.

Scouting has been contributing worldwide in building happy and peaceful society through making good citizens for more than a century. The importance of scouting as a co-educational program is immense. I call upon the Scout leaders to play an active role in developing the next generation into humane and skilled human resources by expanding and accelerating the Scout movement.

The Scout Jamboree is a unique opportunity for the Scout members from Asia-Pacific region including Bangladesh to strengthen the brotherly relations through mutual exchange of ideas. I hope this bond of friendship would boost up the Scout movement to face the future challenges.

I wish the ‘32nd Asia Pacific Regional and 11th National Scout Jamboree**’** a grand success.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Anasuya/Parikshit/Shammi/Ima/2023/1315 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 191

**Prime Minister’s message on 32nd Asia-Pacific Regional**

**Scout Jamboree and 11th National Scout Jamboree**

Dhaka, 18 January :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the 32nd Asia-Pacific Regional Scout Jamboree and 11th National Scout Jamboree.

“I am very happy that Bangladesh Scouts is organizing the 32nd Asia-Pacific Regional Scout Jamboree and 11th National Scout Jamboree.

The Scout movement has been playing an important role for centuries in the world in order to develop children and teenagers as good citizens. In 1972, the scout movement was recognized by the Father of the Nation to develop the children and youth of the country as self-reliant, philanthropic and good citizens.

The Greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's dream was to build a non-communal, developed and prosperous-Bangladesh. Our government is providing all-around support to Bangladesh Scouts to turn the next generation into skilled human resources.

The Awami League government has been implementing Vision-2041 and Delta Plan-2100 to take Bangladesh to a new height in the international arena and transform Bangladesh into a safe and peaceful home for our next generation. I hope, every member of Bangladesh Scouts will perform their duty with patriotism and devotion to build the Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation.

I wish every success of 32nd Asia-Pacific Regional Scout Jamboree and 11th National Scout Jamboree.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever.”

**#**

Shakhawat/Anasuya/Parikshit/Shammi/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM